

প্রশিক্ষার্থীদের করা প্রশ্ন ও তার সম্ভাব্য উত্তরঃ

কুড়িগ্রাম

প্রশ্নঃ ১) কীভাবে নকল বা ক্লোন স্মার্টফোন চিনবেন?

বর্তমানে আপনার ফোনের আইএমআই জেনে সহজেই নকল বা ক্লোন স্মার্টফোন চেনা বা শনাক্ত করা সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ আপনি www.imei.info সাইটে প্রবেশ করবেন। এবং *#০৬# ডায়াল করে আপনার ফোনের নিজস্ব আইএমআই জেনে নিবেন। তারপর সাইটে “Enter IMEI” এর জায়গায় ফোনের আইএমআই নাম্বার লিখতে হবে। তারপর আপনি আপনার ফোনের বিস্তারিত সব তথ্য সেখানে পাবেন। ফোন কেনার তারিখ, ফোন ব্ল্যাকলিস্টেড নাকি এবং ফোনের ওয়ারেন্টি সবই পাবেন একসাথে। এক্ষেত্রে নন-ব্র্যান্ডের বা চায়না ফোনের বা ক্লোন বা মাস্টার কপির IMEI দিলে সাধারণত কিছু আসবে না।

প্রশ্নঃ ২) বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে গ্রুপ আইডি ব্যবহারের ক্ষেত্রে হ্যাকিং কিংবা নিরাপত্তার ঝুঁকি রয়েছে কিনা?

বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে গ্রুপ আইডি বলতে এমন একটি সেবাকে বোঝানো হয়েছে যার মাধ্যমে এক গ্রুপের সদস্যরা একে অন্যের সঙ্গে বার্তা আদান-প্রদান করতে পারেন। ২০১৮ সালের অক্টোবরে গ্রুপের সদস্যদের মধ্যে রিয়েল টাইম যোগাযোগকে ত্বরান্বিত করতে ‘চ্যাট ইন ফেসবুক গ্রুপস’ অপশনটি চালু করেছিল ফেসবুক। সাধারণ ফেসবুক আইডির ন্যায় ‘ফেসবুক গ্রুপ’ ও একধরনের আইডি। তাই ফেসবুকের ন্যায় ‘ফেসবুক গ্রুপ’ ও হ্যাক হতে পারে। তাই সাধারণ ব্যক্তিগত ফেসবুক আইডির ন্যায় ‘ফেসবুক গ্রুপ’ এর জন্য নিরাপত্তামূলক ফিচারসমূহ ব্যবহার করুন।

প্রশ্নঃ ৩) কারও কাছে আমার ব্যক্তিগত ছবি চলে গেলে কিভাবে তা ফিরিয়ে আনতে পারি?

উত্তরঃ ছবি ফিরিয়ে আনার সুযোগ নেই। তবে, যদি আপনার মেসেঞ্জারের মাধ্যমে কোন মেসেজ বা ছবি অপর কোন ব্যক্তির নিকট অনিচ্ছাকৃত ভাবে চলে যায় সেক্ষেত্রে আপনি উক্ত মেসেজ বা ছবির উপর ক্লিক করে Remove অপশনে ক্লিক করুন। সেখানে গিয়ে Unsend অপশনে ক্লিক করলে আপনি আপনার ছবি সংশ্লিষ্ট আইডি হতে ফেরত আনতে পারবেন। ফলে উক্ত ব্যক্তি মেসেজ বা ছবি দেখতে পাবেন না।

প্রশ্নঃ ৪) আমি যদি আমার ফেসবুক আইডি লগ ইন করে রাখি তাহলে কি ফেসবুক আমার ফোনের তথ্য চুরি করতে পারে?

আপনার ফেসবুক একাউন্ট লগ ইন করে রাখলে ফেসবুক কর্তৃপক্ষ আপনার কোন তথ্য চুরি করেনা। কেননা আপনার প্রদত্ত সকল তথ্য এমনিতেই ফেসবুকের সার্ভারে জমা থাকে। তবে আপনার ফেসবুক আইডি লগ ইন করে রাখলে ফেসবুক হ্যাকারগণ হ্যাকিং বা সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর মাধ্যমে আপনার ফোনের তথ্য হাতিয়ে নিতে পারে। তাই ফেসবুক আইডি ব্যবহারের সময় ব্যতীত অন্য সময়ে আপনার ফেসবুক আইডি অবশ্যই লগ আউট করে রাখুন।

প্রশ্নঃ ৫) টু ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন কি এবং এর কাজ কি?

উত্তরঃ টু ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন হচ্ছে ডিজিটাল আইডি বা একাউন্ট সিস্টেমে প্রবেশের জন্য ব্যবহারকারীকে যাচাইয়ের একটি নিরাপত্তা পদ্ধতি।

টু ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশনের কাজঃ টু ফ্যাক্টর টু-ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন ব্যবহারকারীকে যাচাইয়ের মাধ্যমে তার ফেসবুক অ্যাকাউন্ট বা অন্য কোন ডিজিটাল একাউন্টের অতিরিক্ত সুরক্ষা প্রদান করে এবং এতে অ্যাকাউন্ট হ্যাক হওয়ার ঝুঁকিও অনেক কমে যায়।

টু ফ্যাক্টর অথেনটিকেশনের পদ্ধতিঃ টু-ফ্যাক্টর অথেনটিকেশন সেট করার দুটি পদ্ধতি আছে। প্রথমটি হলো টেক্সট মেসেজ অপশন এবং অপরটি হলো যেকোনও অথেনটিকেশন অ্যাপ ব্যবহার করে। যেমন- গুগল অথেনটিকেটর অথবা ডুও মোবাইল। এই ফিচার ব্যবহার করতে নিচের কয়েকটি ধাপ অনুসরণ করতে হবে-

১. প্রথমেই নিজের ফেসবুক আইডিতে প্রবেশ করুন।
২. সেটিংস অপশনে যান।
৩. সিকিউরিটি অ্যান্ড লগইন অপশনে ক্লিক করুন।
৪. সিকিউরিটি অ্যান্ড লগইন অপশনে আপনি চেক্স পাসওয়ার্ড এবং লগ ইন উইথ ইওর প্রোফাইল পিকচার অপশন দেখতে পাবেন। তার নিচেই আছে টু-ফ্যাক্টর অথেনটিকেশন অপশন।
৫. এবার টু-ফ্যাক্টর অথেনটিকেশন অপশনে ক্লিক করুন।

প্রশ্নঃ ৬) আমার ফেসবুক একাউন্ট হ্যাক হয়েছে কিনা তা কিভাবে বুঝবো?

উত্তরঃ হ্যাকারদের হামলায় অনেকটা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে ফেসবুক। ফেসবুক অ্যাকাউন্ট হ্যাক হয়ে গেলে আমাদের মধ্যে এক ধরনের ভীতি কাজ করে। কারণ একাউন্ট হ্যাক হওয়া মানে আমাদের ব্যক্তিগত তথ্য অন্যের হাতে চলে গেছে। এসময় অস্থির না হয়ে ঠান্ডা মাথায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। তবে আইডি হ্যাক হয়েছে কি-না এ বিষয়ে প্রথমে নিশ্চিত হতে হবে। আপনার অ্যাকাউন্ট হ্যাক হয়েছে কিনা তা জানতে নিম্নোক্ত প্রক্রিয়া অবলম্বন করতে হবে-

- ১) প্রথমে সেটিংস-এ ক্লিক করুন।
- ২) সেখান থেকে সিকিউরিটি এন্ড লগ ইন > হোয়ার ইউআর লগড ইন – অপশনে যান। এখানেই আপনি যাবতীয় তথ্য পাবেন। যদি দেখেন আপনি ওই একই সময়ে লগ-ইন করেননি তবে বুঝবেন আপনার অ্যাকাউন্টটি হ্যাক করা হয়েছে।

প্রশ্নঃ ৭) যেকোন এ্যাপস ডাউনলোড এর মাধ্যমে আমার ব্যক্তিগত আইডি বা ফোনের কোন ক্ষতি হবে কিনা?

উত্তরঃ এ্যাপ ডাউনলোড এর সময় কোন এ্যাপের Crack ভার্সন বা অননুমোদিত ভার্সন ডাউনলোড করা উচিত নয়। এতে আপনার ডিভাইস এবং ব্যক্তিগত আইডিসমূহের ক্ষতি হবার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই যেকোন এ্যাপ ডাউনলোড এবং ইনস্টলের ক্ষেত্রে এক্সেস প্রদানের সময় অনুমতি প্রদানের ক্ষেত্রে যাচাই-বাছাই করতে হবে। লাইসেন্সড এ্যাপ ডাউনলোড করতে হবে। কোন ফ্রি এ্যাপ ব্যবহার করার আগে অবশ্যই সচেতন হতে হবে।